বিবাহ
আহকাম ও মাসায়েল

মাওলানা জুবাইর আহমদ আশরাফ
মুফতী মুহাদ্দিস সাহিত্যিক

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ
বিবাহ সম্পর্কীয় পরিভাষা

খিতবা, ইজাব—১৯
কবূল, ইয্ন, মহর, মহরে মুআজ্জাল
মহরে মুয়াজ্জাল, মহরে মুসাম্মা—২০
মহরে মিস্‌ল, উকর, বিক্‌র, সাইয়েবাত, ওলী—২১
বিবাহের ওলী, কুফু, নসব, ইসলাম, হুররিয়্যাত, দিয়ানাত, মাল—২২
হিরফাহ, মাহরাম, মুহাররামাত, উকীল, ফুযুলী, বুতলান
ফাসাদ, খালওয়াতে সহীহা—২৩
খালওয়াতে ফাসেদা, নফ্‌কা, সুকনা, নিকাহে মুতআ—২৪
নিকাহে শিগার, মুসাহারা, ওলীমা, জিহায, যিফাফ—২৫
আরূস, রিযাআত—২৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বিবাহের ভূমিকা

বিবাহের পরিচিতি—২৭
বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—২৯
বিবাহের ফযীলত ও উপকারিতা—৩০
অবস্থাভেদে বিবাহের হুকুম—৩৩
সন্তানের বিবাহের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য—৩৩
ছেলে-মেয়ে বালেগ হওয়ার নিদর্শন ও বয়স—৩৫
বিবাহ সম্পাদনে দেরী না করা—৩৬
পাত্র-পাত্রী নির্বাচন—৩৬

নিজ বিবাহ সম্পাদনে বালেগা মহিলার অধিকার—৩৮
যৌতুক প্রথা—৩৯
বিবাহের পয়গাম—৪৪
একজনের পয়গামের উপর অন্যজনের পয়গাম—৪৫
বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখা—৪৬
আকদের পূর্বে আংটি পরানো, পান-চিনি করানো—৪৮
কোনো কারণে বিবাহ না হলে প্রদত্ত উপহার ফেরত নেওয়া—৫০
বিবাহের শর্ত ও রুকন—৫১
বিবাহে সাক্ষীর শর্ত ও সংখ্যা—৫১
সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ—৫৩
ফাসেক ও আহলে বিদআতের সাক্ষ্য—৫৪
শুধু মহিলার সাক্ষ্যে বিবাহ—৫৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মুহাররামাত বা যাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম

যারা চিরস্থায়ীভাবে হারাম—৫৬
বংশীয় কারণে—৫৬
বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে—৫৭
দুধ পানের কারণে—৫৭

যারা অস্থায়ীভাবে হারাম
নতুন বিবাহের ফলে—৫৯
অনাত্মীয় নারীদের একত্র করা—৫৯
আত্মীয় নারীদের একত্র করা—৫৯
অন্যের বিবাহে বা ইদ্দতে থাকার কারণে—৬০
শিরক ও কুফরীর কারণে—৬০
তালাক দেওয়া বা লিআনের কারণে—৬২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ওলী বা অভিভাবক

ওলীর পরিচিতি ও অধিকার—৬৩
ওলী হওয়ার শর্ত—৬৩
ওলীর শ্রেণী বিভাগ ও হুকুম—৬৫
ওয়ালায়াতের প্রকার—৬৬
ওয়ালায়াতে নুদুব—৬৭
ওয়ালায়াতে ইজবার—৬৭
হুকুম—৬৭
নাবালেগের বিবাহ—৬৮
ওলী সম্পর্কিত অন্যান্য মাসায়েল—৬৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
কুফু বা সমকক্ষতা

কুফুর পরিচিতি—৭১
কুফুর প্রয়োজনীয়তা—৭২
কুফুর জন্য বিবেচ্য বিষয়—৭৩
ইসলাম—৭৩
বংশ—৭৩
পেশা—৭৩
দীনদারী—৭৪
আর্থিক স্বচ্ছলতা—৭৪
বিনা কুফুতে সম্পাদিত বিবাহ—৭৫
কুফুর পর্যালোচনা—৭৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
উকীল

উকীলের পরিচিতি—৭৮
বিবাহে উকীল নিযুক্তি—৭৮

উকীলের ক্ষমতা—৭৯
সুনির্দিষ্ট ওকালত—৭৯
অনির্দিষ্ট ওকালত—৮০
বিবাহে ওকালতের ক্ষেত্রে আকদের হক—৮২
কখনো একজন দ্বারাই বিবাহ সম্পন্ন হয়—৮২
ফুযুলী ব্যক্তির মাধ্যমে বিবাহ—৮৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ
মহর

মহরের বিধান—৮৫
মহরের পরিমাণ—৮৬
বর্তমান হিসাবে দশ দেরহাম—৮৭
মহরে ফাতেমী—৮৮
মহর আদায়ের গুরুত্ব—৯১
মহর নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে—৯৩
মহর আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়তের প্রয়োজনীয়তা—৯৩
মহরের শর্তাবলী—৯৪
মহর কখন ওয়াজিব হয়—৯৫
কখন পূর্ণ মহর অবধারিত হয়—৯৬
যে অবস্থায় পূর্ণ মহর সাকেত হয়—৯৯
যখন অর্ধেক মহর রহিত হয়—১০০
বিবাহে মহর উল্লেখিত হয়েছে কি না—এ নিয়ে
মতভেদ দেখা দিলে—১০০
মহরের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ হলে—১০১
মহরের টাকা গ্রহণ নিয়ে মতভেদ হলে—১০৩
ঘরের আসবাব নিয়ে মতভেদ হলে—১০৩
সংক্ষেপে মহরের মাসায়েল—১০৪
মহর নির্ধারণের রহস্য—১০৬

মহরের পরিমাণ সুনির্ধারণ না করার কারণ—১০৭
সুন্নত মহরের রহস্য—১০৭

অষ্টম পরিচ্ছেদ
বিবাহ সম্পর্কিত আহকাম ও মাসায়েল

বিবাহের সময় ও স্থান—১০৯
কনে থেকে বিবাহের ইয্ন নেওয়ার পদ্ধতি—১১০
কনের ইয্ন গ্রহণের সময় সাক্ষী রাখা—১১১
মূল নামের পরিবর্তে ডাক নামে বিবাহ—১১১
ইজাব-কবূলের সময় বর ও কনের সঠিক নাম ও
পরিচয়ের উল্লেখ—১১২
বর-কনের অথবা তাদের পিতার নাম পরিবর্তন করে
বিবাহ সম্পন্ন হলে—১১৪
বর-কনের উপস্থিতিতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত দ্বারা
বিবাহ সম্পন্ন করলে—১১৫
অন্ধকার বা আবরণের কারণে পাত্র-পাত্রী ও সাক্ষীগণ একে
অপরকে দেখতে না পেলে—১১৫
ইজাব কবূলের জন্য একই মজলিস হওয়া—১১৭
বিবাহের মসনূন তরীকা—১১৭
বিবাহের খুতবা ও এর মাসায়েল—১১৮
ফাসেক ও বেনামাযীর বিবাহ পড়ানো—১২২
বিবাহ পড়ানোর উজরত গ্রহণ—১২৩
যে সব শব্দে বিবাহ সম্পন্ন হয়—১২৪
যে সব শব্দে বিবাহ সম্পন্ন হয় না—১২৪
ইনশাআল্লাহ শব্দ সহকারে বিবাহে ইজাব ও কবূল—১২৫
আক্দের সময় 'কবূল করলাম'-এর স্থলে
আলহামদুলিল্লাহ বললে—১২৬
হাসি তামাশাচ্ছলে বিবাহে ইজাব ও কবূল—১২৭

নিকাহে শিগার—১৯৭
নিকাহে ফাসেদ ও বাতিল—১৯৮
নিকাহে মুত্আ ও মুআক্কাত—২০১

পরিশিষ্ট

স্বামীর দায়িত্ব ও স্ত্রীর অধিকার—২০৪
স্ত্রীর দায়িত্ব ও স্বামীর অধিকার—২০৯
পর্দার বিধান—২১৩
যাদের থেকে পর্দা করা ফরয—২২০
একসঙ্গে চার স্ত্রী পর্যন্ত গ্রহণ করার বৈধতা ও এর যৌক্তিকতা—২২২
একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধান—২২৯
নারীর জন্য একসঙ্গে একাধিক স্বামী অবৈধ—২৩২
নেক সন্তান আল্লাহ তাআলার বিশেষ নেয়ামত—২৩৫
নেক সন্তান লাভের আমল—২৩৭
জন্ম নিয়ন্ত্রণ—২৪২
স্বামী মারা গেলে স্ত্রী দেখতে ও গোসল দিতে পারবে কি না—২৪৫
স্ত্রী মারা গেলে স্বামী দেখতে ও গোসল দিতে পারবে কি না—২৪৬
স্বামী মারা গেলে স্ত্রী যা পাবে—২৪৭
স্ত্রী মারা গেলে স্বামী যা পাবে—২৪৮

গ্রন্থপঞ্জী—২৫১

আকদের পূর্বে আংটি পরানো, পান-চিনি করানো

আমাদের দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে এরূপ প্রচলন রয়েছে যে, বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখে পছন্দ হলে, পাত্রপক্ষ পাত্রীর হাতে আংটি পরিয়ে দেয়। আবার কখনো কন্যাপক্ষও পাত্রের বাড়ি গিয়ে পাত্র দেখে পছন্দ হওয়ার পর পাত্রের হাতে আংটি পরিয়ে দেয়।

পান-চিনি করানোর অনুষ্ঠানও একটি প্রথা। এ প্রথা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কোনো কোনো অঞ্চলে এর প্রচলন এরূপ রয়েছে যে, পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষ একে অপরকে পছন্দ করার পর এবং এক পক্ষ অপর পক্ষের ব্যাপারে পরিপূর্ণ আশ্বস্ত হওয়ার পর, বিষয়টিকে সর্বতোভাবে চূড়ান্ত করার জন্য পাত্রপক্ষের মুরব্বী শ্রেণীর কিছু লোক কন্যার বাড়ি যায়। কন্যার মুরব্বী শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে সর্ববিষয়ে তাদের আলাপ আলোচনা হয় এবং মহরানা, অলঙ্কার ও ওলীমার বিষয়ে উভয় পক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও ঐকমত্যে উপনীত হয় এবং এ মজলিসেই বিবাহের তারিখ নির্ধারিত হয়।

কথা পাকাপাকির পর কন্যাপক্ষের কেউ বড় সাইজের একটি পান নিয়ে মজলিসে আসে। অতঃপর পাত্রপক্ষের কোনো মুরব্বী ঐ পানের ভেতর একটি রুপার টুকরা রেখে পানটি ভাঁজ করে। এরপর ভাঁজ করা এ পানখানি কন্যাপক্ষের কেউ বাড়ির সকল ঘর ঘুরিয়ে, পানিভর্তি একটি পিতলের কলসে ছেড়ে দিয়ে ঢাকনা দ্বারা কলসের মুখ বন্ধ করে দেয়। (কাউখালী, বরিশাল)

কোনো অঞ্চলে বিবাহ সংক্রান্ত প্রাথমিক কাজগুলো সম্পন্ন হওয়ার পর তারিখ নির্ধারণের জন্য পান, সুপারী ও চিনি নিয়ে কন্যার বাড়ি যায়। সুপারীগুলো কুচি কুচি করে কাটা থাকে। সুপারী কাটার মধ্যে নিজেদের শিল্পীমন, রুচিবোধ ও কাজের নিপুণতার প্রকাশ ঘটানো হয়। এ জন্য কার সুপারী কত চিকন, সরু ও সুন্দরভাবে কুচি কুচি করা, তার প্রতিযোগিতা চলে। সুপারী ও পান যথেষ্ট নেওয়া হয়। যেন সুন্দরভাবে ঐ মজলিসের প্রয়োজন সমাধা করা যায়। এ মজলিসে বিবাহের তারিখ নির্ধারিত হয় এবং পাত্রীর হাতে আংটি পরিয়ে দেওয়া হয়। (সিলেট)

পান-চিনির অনুষ্ঠানকে খুবই প্রয়োজনীয় ও উত্তম কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মনে করা হয়, এ মজলিসের মাধ্যমে একপক্ষ অপর পক্ষের ঘনিষ্ঠ হয় এবং এ মজলিসের পর বিবাহ থেকে ফিরবার কোনো পথ থাকে না।

আমাদের দেশের কোথাও কোথাও বিবাহের দুইদিন পূর্বে গায়ে হলুদ নামে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে শরীয়ত বিরোধী অনেক কাজ হয়।

বিবাহের দুই দিন আগে পাত্রের বাড়ি থেকে হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করে একদল মহিলা কন্যার বাড়ি আসে। সকলে মিলে কন্যার হাতে মেহেদী পরায় এবং কন্যার মুখে হলুদ মেখে দেয়। অনুরূপভাবে সাধারণত এর পরের দিন কন্যার বাড়ি থেকে একদল মহিলা পাত্রের বাড়ি আসে। তারা পাত্রের হাতে মেহেদী এবং মুখে হলুদ মেখে দেয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি *এসলাহুর রুসূম* গ্রন্থে, বিবাহের পয়গাম থেকে শুরু করে বিবাহ পর্যন্ত প্রচলিত প্রথাগুলোর ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, 'প্রচলিত বদরুসুমগুলোর অন্যতম হলো, পয়গামের রুসুম। এগুলোকে 'কেয়ামতে সুগরা' বলাই বেশী যুক্তিযুক্ত।'[১]

তিনি তাঁর যুগে ও অঞ্চলে প্রচলিত কিছু রুসুম নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেগুলো আমাদের দেশে প্রচলিত হাতে আংটি পরানো, পান-চিনি করানো ও গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান ইত্যাদির সমপর্যায়ের। সকল রুসুমের বিবরণ পেশ করে সবশেষে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'সার কথা, এই উদ্ভট রুসুমগুলো বর্জন করা ওয়াজিব। মাত্র একটি পত্র দ্বারা অথবা মৌখিক বাক্যালাপের মাধ্যমে বিবাহের পয়গাম পাঠানোর কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। অপরপক্ষ সাধ্য অনুসারে প্রয়োজনীয় বিষয়াদির অনুসন্ধান করে যখন পরিপূর্ণ আশ্বস্ত হবে, তখন একটি চিঠির মাধ্যমে অথবা মৌখিকভাবে ওয়াদা দিতে পারে। এই নিন, পয়গাম হয়ে গেল! যদি বিষয়টি পাকাপাকি করার জন্য বর্ণিত রুসুমগুলো সম্পাদন করা হয়, তা

---

১. *এসলাহুর রুসুম*, পৃ. ৪৮